Sangbad Online
সংবাদ

তারিখঃ ২২/১১/২০১৬ (পৃঃ ১১)

ফুলপুর : কুন্ডল বালিয়া গ্রামে কৃষকের ব্রি ধান-৭১ জাতের ধান ক্ষেত পরিদর্শন করছেন কৃষি বিজ্ঞানী ড. তমাল লতা আদিত্য -সংবাদ

ফুলপুরে খরাসহিষ্ণু ধান 'ব্রি-৭১'র বাম্পার ফলন

প্রতিনিধি, ফুলপুর (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী কুন্ডল বালিয়া গ্রামের আধুনিক প্রযুক্তির সৌখিন কৃষক ডা. গণপতি আদিত্যে তার জমিতে চলতি রোপা আমন মৌসুমে খরা সহিষ্ণু স্বল্প মেয়াদী জাত ব্রি ধান ৭১ এর চাষ করে বাম্পার ফলন পেয়েছেন। কম জমিতে অধিক ফলন দেখে অভিভূত ফুলপুর তারাকান্দা এলাকার এলাকায় অনেক কৃষক আগামী আমন মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল ৭১ ধান চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। প্রতি বিঘায় (তেত্রিশ শতাংশ) ২২ মণ ধান ফলায় এটি আমনে সেরা ফলন বলে মন্তব্য করেছেন উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা। জানা যায়, ব্রি ধান-৭১ জাতটি বিল এন্ড মেলিন্ডাগেস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ইরি-বিরির সহযোগিতায় উদ্ভাবন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র অঞ্চলে এ জাতের ধান চাষ হলেও বর্তমানে ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ ও শেরপুর জেলায় এ ধান চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ব্রি ও ইরির সিনিয়র বিজ্ঞানী ড.অরিন্দ্র কুমারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এ ধান নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প প্রধান ড. তমাল লতা আদিত্য ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের নেতৃত্বে ২০১৪ সালে দেশে খরাসহিষ্ণু এলাকায় চাষাবাদের জন্য চূড়ান্তভাবে এ ধান নির্বাচন করা হয়। বিআর-৭১ এ আধুনিক উফশী জাতের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পাতা একটু হেলানো ও ধান পাকার পরও উহা সবুজ থাকে। এ জাতের ধানের জীবনকাল ১১৪ থেকে ১১৭ দিন। চালের আকৃতি মাঝারী লম্বা ও মোটা। ভাত ঝরঝরে ও খেতে সুস্বাদু। গাছের কান্ড শক্ত ও মজবুত থাকায় এ জাতের ধান ঝড় বৃষ্টিতে ঢলে পড়ে না। ৩/৪ সপ্তাহ বৃষ্টি না হলেও বা পানির স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০/৮০ সেন্টিমিটার নিচে নেমে গেলেও হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে। মধ্যম মাত্রায় খরা হলে ৪.৫ টন পর্যন্ত আর খরা না হলে ৬ থেকে ৬.৫ টন পর্যন্ত অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ২০/২২ মণ ফলনে সক্ষম। ধান কাটার পরেও ঐসব জমিতে মসুর ডাল, সরিষা, আলু ইত্যাদি আবাদের সুযোগ তৈরি হয়। গত শনিবার কুন্ডল বালিয়া গ্রামের ডা. গণপতি আদিত্যের জমিতে আনুষ্ঠানিভাবে ফসল কর্তন করে দেখা যায়, তার জমিতে হেক্টর প্রতি ৬.৭১ মেঃ টন ফলন পাওয়া গেছে। এ সময় উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. তমাল লতা আদিত্য, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বুলবুল আহমেদ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সালাহ উদ্দিন কায়সার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. তমাল লতা আদিত্য এর কাছে নাম করন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, ৭১ সালে যেমন সংগ্রাম করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তেমনি এই জাতের ধান ঝড় বৃষ্টি ও খরার সাথে যুদ্ধ করে অধিক ফলন দেয়। তাই এ ধানের আমরা নাম দিয়েছি ব্রি-৭১। এ জাতের ধানের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য আগামী মৌসুমে ইরি-বিরির যৌথ সহযোগিতায় বীজ সহায়তার মাধ্যমে চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। কৃষক গণপতি আদিত্য জানান, তার কাছে অনেকেই অগ্রিম বীজ চাচ্ছেন।